মুসনাদে আহমাদ

হাদিস নাম্বারঃ ১২০

মুসনাদে উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) [উমারের বর্ণিত হাদীস] (مسند عمر بن الخطاب)

আরবী

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ حُمْرَةَ بْنِ عَبْدِ كُلالٍ، قَالَ: سَارَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى الشَّامِ بَعْدَ مَسِيرِهِ الْأَوَّلِ كَانَ إِلَيْهَا، حَتَّى إِذَا شَارَفَهَا، بَلَغَهُ وَمَنْ مَعَهُ أَنَّ الطَّاعُونَ فَاشٍ فِيهَا، فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ: ارْجِعْ وَلا تَقَحَّمْ عَلَيْهِ، فَلَوْ نَزَلْتَهَا وَهُوَ بِهَا لَمْ نَرَ لَكَ الشُّخُوصَ عَنْهَا. فَانْصَرَفَ رَاجِعًا إِلَى الْمَدِينَةِ، فَعَرَّسَ مِنْ لَيْلَتِهِ تِلْكَ، وَأَنَا أَقْرَبُ الْقَوْمِ مِنْهُ، فَلَمَّا انْبَعَثَ، انْبَعَثْتُ مَعَهُ فِي أَثَرِهِ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: رَدُّونِي عَنِ الشَّامِ بَعْدَ أَنْ شَارَفْتُ عَلَيْهِ، لِأَنَّ الطَّاعُونَ فِيهِ، أَلَا وَمَا مُنْصَرَفِي عَنْهُ بِمُؤَخِّرٍ فِي أَجَلِي، وَمَا كَانَ قُدُومِي مِنْهُ بِمُعَجِّلِي عَنْ أَجَلِي، أَلا وَلَوْ قَدْ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَفَرَغْتُ مِنْ حَاجَاتٍ لَا بُدَّ لِي مِنْهَا، لَقَدْ سِرْتُ حَتَّى أَدْخُلَ الشَّامَ، ثُمَّ أَنْزِلَ حِمْصَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " لَيَبْعَثَنَّ اللهُ مِنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَبْعِينَ أَلْفًا لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ وَلا عَذَابَ عَلَيْهِمْ، مَبْعَثُهُمْ فِيمَا بَيْنَ الزَّيْتُونِ وَحَائِطِهَا فِي الْبَرْثِ الْأَحْمَرِ مِنْهَا

إسناده ضعيف لضعف أبي بكر بن عبد الله ـ وهو ابن أبي مريم ـ ، وحُمرة بن عبد كُلال قال الذهبي في " الميزان " 1 / 604: ليس بعمدة يُجهل
وأخرجه المرفوع منه البزار (317) من طريق بشر بن بكر، عن أبي بكر بن أبي مريم، بهذا الإسناد. وقال: ابن عبد كلال ليس بمعروف بالنقل
وأخرجه الحاكم 3 / 88 من طريق إسحاق بن إبراهيم بن العلاء الزبيدي، عن عمروبن الحارث، عن عبد الله بن سالم الأشعري، عن محمد بن الوليد بن عامر الزبيدي، عن راشد بن سعد، عن أبي راشد، عن معدي كرب بن عبد كلال، عن عبد الله بن عمروبن العاص، عن عمر، بهذه القصة. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد،

فتعقبه الذهبيُّ بقوله: بل منكر، وإسحاق: هو ابن زبريق، كذبه محمد بن عوف الطائي، وقال أبو داود: ليس بشيء، وقال النسائي: ليس بثقة
وأورده ابن الجوزي في " العلل المتناهية " 1 / 307 عن " المسند "، وقال: هذا حديث لا يصح. لكن وقع له وهم في تعيين أبي بكر بن عبد الله فقال: وأبو بكر بن عبد الله: اسمه سلمى، والصواب أنه أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغساني الحمصي، وقد أدرج الإمام الذهبي في " ميزان الاعتدال " 4 / 498 حديثه هذا في ترجمته والبرث: الأرض اللينة

বাংলা

১২০। হুমরা ইবনে আবদ কুলাল বলেনঃ উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) প্রথমবারসিরিয়া ভ্রমণের পর পুনরায় সিরিয়া সফরে রওনা হন। যখন সিরিয়ার কাছাকাছি পৌছেন, তখন তার ও তার সঙ্গীদের নিকট সংবাদ আসে যে, দেশটিতে প্লেগ ছড়িয়ে পড়েছে। তখন তার সাথীরা তাকে বললোঃ ফিরে চলুন, ঝুঁকি নিয়ে ওখানে যাওয়ার দরকার নেই। কেননা আপনি যদি সিরিয়ায় পৌছে যান এবং সেখানে প্লেগ সত্যিই থেকে থাকে, তাহলে আমাদের মনে হয়না আপনি সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারবেন। তাই তিনি মদীনায় ফিরে চললেন। সেই রাতেই তিনি বাসর ঘরে ঘুমালেন। তখন আমিই ছিলাম তার সবচেয়ে নিকটবর্তী। তারপর যখন তিনি সেখান থেকে যাত্রা করলেন, তখন আমিও তার পেছনে পেছনে যাত্রা করলাম। তখন আমি শুনলাম, তিনি বলছেনঃ (সাথীরা) আমাকে সিরিয়া থেকে ফিরিয়ে দিল। অথচ আমি তার কাছেই পৌছে গিয়েছিলাম। ওখানে প্লেগ দেখা দিয়েছে বলে আমাকে ফিরিয়ে দিল।

জেনে রাখ, আমার ফিরে আসায় আমার মৃত্যু বিলম্বিত হবে না। আর সেখানে যাওয়াতে আমার মৃত্যু ত্বরান্বিতও হতো না। জেনে রাখ, আমি যদি মদীনায় পৌছে যাই এবং সেখানে আমার কিছু জরুরী প্রয়োজন সেরে আসতে পারি তাহলে আমি রওনা হয়ে সিরিয়ায় চলে যাব, অতঃপর হিমসে উপনীত হব। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ আল্লাহ কিয়ামতের দিন সিরিয়া থেকে এমন সত্তর হাজার ব্যক্তিকে উত্থিত করবেন, যাদের কোন হিসাব দিতে হবে না, আযাবও হবে না। তারা উত্থিত হবে যাইতুন ও তার মধ্যকার বারাচুল আহমারের প্রাচীরের মধ্যস্থল থেকে। (আল হাকেম)

হাদিসের মান: যঈফ (Dai'f) পুনঃনিরীক্ষণ বাকি

পাবলিশারঃ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=62915

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন